গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২২.০০৮.২১-**২৩৮৪**

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩

বিষয়: বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর/ঘাট/পয়েন্ট/টার্মিনাল/ল্যান্ডিং স্টেশন জেলা পরিষদ কর্তৃক ইজারা প্রদান করায় বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী, তারিখ: ০৭ ডিসেম্বর ২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর/ঘাট/পয়েন্ট/টার্মিনাল/ল্যান্ডিং স্টেশন জেলা পরিষদ কর্তৃক ইজারা প্রদান করায় ০৭ (সাত)টি জেলা পরিষদের সাথে বিরোধ দেখা দিয়েছে। উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ২য় সভা গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। **উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

'বিআইডব্লিউটিএ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ (জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট) বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট সমূহ নিয়ে চলমান মামলা সমূহের বিষয়বস্তু ও সর্বশেষ রায়সহ সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁর জেলা **পরিষদের ঘাট সংশ্লিষ্ট চলমান মামলা সমূহের বিষয়বস্তু ও সর্বশেষ রায়সহ সারসংক্ষেপ আগামী ১৭/১২/২০২৩ তারিখের মধ্যে নিম্নবর্ণিত মেইল ঠিকানায় সফট কপি এবং হার্ডকপি প্রেরণের জন্য** নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৪/১২/২৩

মোহাম্মদ সামছুল হক
যুগ্মসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৫৫৬৮
ই-মেইলঃ lgzp@lgd.gov.bd

বিতরণ:

১. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ/ঢাকা/মুন্সীগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/খুলনা/কুড়িগ্রাম/চট্টগ্রাম।
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ/ঢাকা/মুন্সীগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/খুলনা/কুড়িগ্রাম/চট্টগ্রাম।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
উন্নয়ন অভিলক্ষ্য সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৭৩২.০৬.০০৬.২৩.৯৪

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১২ ডিসেম্বর ২০২৩

বিষয়: বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর/ঘাট/পয়েন্ট/টার্মিনাল/ল্যান্ডিং স্টেশনের ইজারা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত উপ-কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'র ১ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত উপ-কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) পাতা।

(রেবেকা সুলতানা)
উপসচিব
ফোন: ৪১০৫০১০৯
ই-মেইল: sdgcimcr_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। মোঃ তানভীর আজম ছিদ্দিকী, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩। মোঃ সামছুল হক, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। ড. এ কে এম এমদাদুল হক, উপসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫। মোঃ আলমগীর কবির, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬। মোহাম্মদ হানিফ, উপসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা;
৭। মোঃ আমিনুর রহমান, উপসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণলয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা;
৯। সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন), বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০;
১০। পরিচালক (বন্দর), বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণলয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা;
৩। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৭। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা;
৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০;
১০। যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
১১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর/ঘাট/পয়েন্ট/টার্মিনাল/ল্যান্ডিং স্টেশনের ইজারা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য 'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'র ১ম সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত উপ-কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
তারিখ	: ০৭ ডিসেম্বর ২০২৩
সময়	: বেলা ২.০০ ঘটিকা
স্থান	: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ (পরিবহনপুল ভবন, ১০ম তলা, কক্ষ নং-১০০৫)
সভার উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন বিআইডব্লিউটিএ-এর মধ্যে বিদ্যমান বন্দর/ঘাট/পয়েন্ট/টার্মিনাল/ল্যান্ডিং স্টেশনের ইজারা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য 'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'- এর ১ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এ উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপ-কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল আইন/বিধিমালা পর্যালোচনা করে দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রস্তুত করে মূল কমিটির নিকট পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা। ইতোমধ্যেই উপ-কমিটির ১ম সভা হয়েছে এবং সেখানে আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ১ম সভার ধারাবাহিকতাক্রমে আজকে পুনরায় আলোচনা হবে। এখানে বিবাদীয় দুইপক্ষই সরকারি সংস্থা। সুতরাং পেশাদারি মনোভাব নিয়ে আলোচনা এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব, উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন অধিশাখা সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

০২। সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন), বিআইডব্লিউটিএ তার বক্তব্যে উপকমিটির সদস্য হিসেবে তাকে কো-অপ্ট করায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআইডব্লিউটিএ 'Port' বা বন্দর, 'Vessel' বা নৌযান এবং ঘাট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে টেকনিক্যাল বিষয়ে আইনে উল্লেখিত সংগাসহ বিস্তারিত তথ্য নিয়ে একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করেছেন। তার উপস্থাপনায় উল্লেখিত তথ্যানুযায়ি The Ports Act, 1908 এর ৩(৪) ধারায় 'Port' সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো- 'Port' includes also any part of a river or channel in which this act is for the time being in force. Port Rules, 1966 এর ২(২৬) ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে-"Port" means a port to which the provisions of the Ports Act, 1908, have been extended; and shall include all such ports to which the provisions of the said Act, may, hereinafter be extended. The Ports Act, 1908 এর ৩(৭) ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী-'Vessels' includes anything made for the conveyance by water of human beings or of property. Port Rules, 1966 এর ২(৩৩) ধারায় বলা হয়েছে- 'Vessels' includes all crafts used for transportation on waterways, whether mechanically propelled or otherwise. উল্লেখ্য যে, বন্দর আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৪ মোতাবেক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সারাদেশে ৪৪টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকাশিত গেজেটে বন্দর আইনের ৪(৩) ধারা অনুযায়ী অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং নদীর উভয় দিকের উচ্চ জলসীমা হতে তীরের দিকে ৫০ গজ/মিটার পর্যন্ত বন্দরের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন নদী বন্দরের সীমানায় অবস্থিত তীরভূমি যৌথ জরীপের পর ম্যাপ ও ভূমির তফসিল প্রণয়ন করে বিআইডব্লিউটিএ এর অনুকুলে হস্তান্তর করে থাকে। গেজেটের মাধ্যমে ঘোষিত নদী বন্দরের সীমানায় বিদ্যমান সমস্ত ঘাটের Conservator হিসেবে বিআইডব্লিউটিএ এগুলো পরিচালনা করে থাকে। ১৯৫৮ সনের বিআইডব্লিউটিএ অর্ডিন্যান্স অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে: অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর, ঘাট এবং সংশ্লিষ্ট টার্মিনালসমূহের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা। উক্ত দায়িত্বাবলির অংশ হিসেবে বিআইডব্লিউটিএ এ পর্যন্ত সারা দেশে ৪৪ টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসহ প্রায় ৪৬৪টি লঞ্চ ঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন উন্নয়ন/স্থাপন করেছে এবং প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এসব ঘাট/পয়েন্ট সংরক্ষণ করে যাচ্ছে। নৌপরিবহন ব্যবস্থার জন্য এই বিপুল ব্যয় এর একটি অংশ বিআইডব্লিউটিএ প্রধানত: নদী বন্দর, ল্যান্ডিং স্টেশনে ও

ঘাট/পয়েন্ট হতে শুল্ক আদায় লব্ধ অর্থের মাধ্যমে নির্বাহ করে থাকে। কয়েক বছর যাবৎ বিআইডব্লিউটিএ'র ২৪টি ঘাট পয়েন্ট/টার্মিনাল/ ল্যান্ডিং স্টেশনের ইজারা ও শুল্ক আদায় নিয়ে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার সাথে বিরোধ চলমান রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন বিবাদমান ২৪ টি ঘাটের মধ্য ০৮টি ঘাটের বিষয়ে তারা আদালত থেকে রায় পেয়েছেন। তবে যেহেতু এ বিষয়ে আরও মামলা পেন্ডিং আছে সেহেতু এই কমিটির মাধ্যমে একটি সমঝোতা হলে সকল পক্ষ মিলে কোর্ট থেকে মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া যাবে।

০৩। যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, নদী ব্যতীতও বিভিন্ন জায়গায় অনেক ঘাট রয়েছে যা শুকনা মৌসুমে অব্যবহৃত থাকে এবং বর্ষায় খেয়াঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী তারা সেগুলোর ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এছাড়া অনেক ঘাট, বন্দর ঘোষণার পূর্ব থেকেই স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছিলো এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেগুলোর ইজারা দেয়া হতো। পরবর্তীতে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক এসকল এলাকায় বন্দর ঘোষণা করে ঘাটগুলো নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করা হলে দ্বন্দের শুরু হয়। তিনি মতামত ব্যক্ত করেন জেলা পরিষদ এবং বিআইডব্লিউটিএ কারো পক্ষে চিন্তা না করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যা করা প্রয়োজন তাই করা উচিত। এছাড়াও তিনি বলেন বিবাদমান প্রতিটি ঘাট নিয়েই একাধিক মামলা পেন্ডিং আছে। তাই কিছু মামলার রায় হলেই বলা যাবেনা বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে বরং প্রতিটি ঘাট সংশ্লিষ্ট সকল মামলা একত্রিত করে কোর্টে উপস্থাপন করে সম্মিলিতভাবে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। তিনি আরও সুপারিশ করেন নদীর যে অংশটুকু Port-এর জন্য প্রয়োজন শুধু সেটুকু আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনে Port Act এ সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

০৪। যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন সকল ধরণের জমির মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আইন অনুযায়ী জমি ব্যাবহার করে। জেলা পরিষদ ও বিআইডব্লিউটিএ দুটিই সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নিজস্ব আইন অনুযায়ী ঘাট ও বন্দর ব্যাবহার করছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা মানেই সে ভূমিতে তার মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় আইনের ওভারল্যাপিং আছে। এক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের আইনের মধ্যে যেটি বেশি কল্যাণকর এবং সরকারের পরিকল্পনায় অগ্রাধিরকারভুক্ত সেটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। আইন অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বন্দর ঘোষণার যে এখতিয়ার আছে সেটি তারা করবে কিন্তু ঘাট ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে আবহমান কাল ধরে চলে আসা সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাস্তব প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায় জেলা পরিষদ একটি ঘাট ১৫/২০ বছর যাবৎ পরিচালনা করে আসছে যা পরবর্তীতে নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়েছে বা নদী বন্দর এরিয়ার মধ্যে পড়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঘাটের ব্যবস্থাপনা হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে গেলে স্থানীয়ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। তিনি আরও বলেন ঘাট ইজারা বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায় সেটি বিআইডব্লিউটিএ এর সামগ্রিক বাজেট অনুযায়ী খুবই কম কিন্তু একটি জেলা/উপজেলা পরিষদের জন্য অনেক। এখান থেকে ছোট ছোট অনেক জনহিতকর কাজ করা যায়। আবার জেলা পরিষদ ও বিআইডব্লিউটিএ উভয়ই সরকারি প্রতিষ্ঠান বিধায় একই বিষয়ে বিরোধ নিয়ে কোর্টে উপস্থিত হলে তা সরকারের জন্যও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব ভাগাভাগির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যায় কিনা সেদিকে নজর দেয়ার তিনি অনুরোধ করেন।

০৫। উপসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বলেন, ধীরে ধীরে আলোচনার মাধ্যমে জটিল বিষয়টি এখন অনেকটাই সহজীকরণের দিকে চলে আসছে। আরও আলোচনা করলে সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে। আইন প্রস্তুত করা হয় জনগণের কল্যাণ মাথায় রেখে সেটি মনে রাখতে হবে। পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আইনের মধ্য ওভারল্যাপিং হয়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে আইনের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। বাংলাদেশের আকাশ বাতাস যা কিছু আছে সবকিছু ভূমি মন্ত্রণালয়ের এমনকি নদী শুকিয়ে গেলেও তা ভূমি মন্ত্রণালয়ের। আবহমানকাল থেকে যারা যেভাবে ভূমি ব্যবহার করছে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া যাবে না, তাই ভূমির মালিকানার বিষয়ের দিকে না গিয়ে প্রত্যেকটি আইনের যে উদ্দেশ্য/কাঠামো আছে কর্তৃপক্ষকে তার মধ্যে থেকেই বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ-র মূল উদ্দেশ্য বন্দর ব্যবস্থাপনা ও নৌপথের নাব্যতা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন নৌযানের ফি নির্ধারণ করা। ইজারা দেয়া তাদের মূল কাজ নয়।এসব ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যদি চায় তাদেরকে ঘাট ব্যবস্থাপনাসহ ইজারার দায়িত্ব দিতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে পূর্বে পরিচালিত সিস্টেমকে মাথায় রাখতে হবে। একমাত্র আইনের মাধ্যমে ঘোষিত বন্দর/ঘাট ছাড়া অন্যান্য ঘাটের যেগুলো স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য সমীচীন নয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান খেয়াঘাট পরিচালনা করে আসছে এবং এ থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে তারা স্থানীয়ভাবে অনেক জনহিতকর কাজ করে। তাছাড়া ইজারাদারও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় হয় ফলশ্রুতিতে এলাকার মানুষের সাথে তাদের একটা সংযোগ থাকে।তিনি মতামত ব্যক্ত করেন ২৪টি ঘাটের সমস্যা যেহেতু আলাদা তাই প্রতিটি ঘাট নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে বা ঘাট টু ঘাট পরিদর্শন করে অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক, রক্ষণাবেক্ষণ সবদিক বিবেচনা করে যেটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ এর সর্বদা থাকা প্রয়োজন এবং যেখানে তাদের বিনিয়োগ অনেক বেশি সেটি বিআইডব্লিউটিএ-কে দিয়ে বাকিগুলো স্থানীয় সরকার কর্তৃক পরিচালনার বিষয় ভেবে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া সকল ঘাটের ক্ষেত্রে রাজস্ব ভাগাভাগির মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনও একটি ভালো উদ্যোগ বলে তিনি মনে করেন।

০৬। উপসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন ভৈরব ও আশুগঞ্জ যে দুটি বন্দর নিয়ে বিআইডব্লিউটিএ'র সাথে তাদের দ্বন্দ্ব তার উভয় পার্শ্বের জায়গা রেলওয়ের। তিনি মন্তব্য করেন বন্দর ঘোষণা এবং পরিচালনার সময় ভূমি মালিকসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার-দের মতামত গ্রহণের সুযোগ রাখা প্রয়োজন।

০৭। যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, বিআইডব্লিউটিএ-র উপস্থাপনায় উল্লেখিত বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট সমূহের ক্রমিক ১১ ও ১২ নং যথাক্রমে দৌলতপুর-মহেশ্বর পাশা ফেরীঘাট ও জেল খানা ফেরী ঘাট এর মামলা সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবগত নয় এবং অফিসিয়াল কোন ডকুমেন্টও তাদের নিকট নাই। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট থাকলে তাদের নিকট প্রেরণ করার জন্য তিনি বিআইডব্লিউটিএ-কে অনুরোধ করেন।

০৮। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা বিভাগ বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার একটি বড় উপায় হলো ইজারা লব্ধ আয়। একটি ঘাট থেকে অর্জিত টাকা বিআইডব্লিউটিএ-র জন্য খুব সামান্য কিন্তু একটি জেলা/উপজেলা পরিষদের জন্য তা অনেক। তাছাড়া বিআইডব্লিউটিএ-কে তার দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ দিতে পারে।অন্যদিকে স্থানীয় সরকারকে সাবলম্বী করা বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার।

০৯। সভাপতি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত এবং এর সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তবে ধীরে ধীরে আলোচনার মাধ্যমে অনেক জটিলতাই কেটে যাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই হয়তো একটি সমাধানে পৌঁছা যাবে। যেহেতু প্রতিটি ঘাট নিয়ে একধিক মামলা রয়েছে এবং তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিচিত্রতা আছে তাই এগুলো নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা শ্রেয়। পরবর্তী সভায় বিআইডব্লিউটিএ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রতিটি ঘাটের বিপরীতে যেসকল মামলা রয়েছে সেগুলোর সর্বশেষ অবস্থাসহ সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করলে আলোচনা আরও সুনির্দিষ্ট হবে এবং সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তাছাড়া সরকারের অনেক নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয় মাথায় রাখতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ'র বেশিরভাগ আইন অনেক পুরাতন। পরবর্তীতে অনেক নতুন বিষয় এসেছে। বর্তমানে সরকার যেহেতু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে চাচ্ছে তাই এ বিষয়গুলিও ভাবতে হবে।

১০। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক। বিআইডব্লিউটিএ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট সমূহ নিয়ে চলমান মামলা সমূহের বিষয়বস্তু ও সর্বশেষ রায়সহ সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;

খ। যেসব ঘাট নিয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে দ্বন্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কাগজপত্র বিআইডব্লিউটিএ উক্ত বিভাগে প্রেরণ করবে।

১১। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২.১২.২০২৫

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বন্দরভিত্তিক বিরোধপূর্ন ঘাট/পয়েন্টসমূহের বিবরণ:

নিম্নবর্ণিত ঘাট/পয়েন্ট সমূহের পরিচালনায় ও কর্তৃত্ব নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর যথা-জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা প্রশাসন, পৌরসভা, বিভাগীয় কমিশনার, সড়ক ও জনপথ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে বিরোধ চলমান রয়েছে।

ক্র:নং	ঘাট/পয়েন্টের নাম	নদী বন্দরের নাম	যে প্রতিষ্ঠান কতৃক ইজারা প্রদানের কারনে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে	ঘাট/পয়েন্টটির অবস্থান
১	পাগলা-পানগাঁও ফেরিঘাট	ঢাকা নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, নারায়নগঞ্জ	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
২	খোলামোড়া কামরাঙ্গির চর খেয়াঘাট	ঢাকা নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, ঢাকা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
৩	ঝাউচর-কামরাঙ্গির চর খেয়াঘাট	ঢাকা নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, ঢাকা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
৪	শ্যামলাসি-কলাতিয়াপাড়া ফেরিঘাট	ঢাকা নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, ঢাকা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
৫	বসিলা-ওয়াসপুর ফেরিঘাট	ঢাকা নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, ঢাকা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
৬	কাঠপট্টি-কদমতলী চরসন্তোষপুর আন্ত:জেলা খেয়াঘাট	মীরকাদিম বন্দর	জেলা পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
৭	চরকুমারী রিকাবী বাজার ইউপি সংলগ্ন আন্ত:জেলা খেয়াঘাট	মীরকাদিম বন্দর	জেলা পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
৮	চামড়া (চামটা) লঞ্চঘাট	আশুগঞ্জ ভৈরব নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
৯	কাষ্টমস ঘাট ফেরীঘাট	খুলনা নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, খুলনা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১০	কালীবাড়ী ফেরীঘাট	খুলনা নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, খুলনা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১১	দৌলতপুর-মহেশ্বরপাশা ফেরীঘাট	খুলনা নদী বন্দর	সওজ বিভাগ, খুলনা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১২	জেলখানা ফেরীঘাট	খুলনা নদী বন্দর	সওজ বিভাগ, খুলনা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১৩	ডাবঘাট ফেরীঘাট (নড়াইল কাছারীঘাট) পয়েন্ট	খুলনা নদী বন্দর	সিটি কর্পোরেশন, খুলনা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১৪	রূপসা ফেরী ঘাট	খুলনা নদী বন্দর	সিটি কর্পোরেশন, খুলনা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১৫	একসরা লঞ্চঘাট	খুলনা নদী বন্দর	উপজেলা প্রশাসন, আসাশুনী, সাতক্ষীরা	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানা বহির্ভূত
১৬	নতুন-বাজার গুদারা ঘাট	চাঁদপুর নদী বন্দর	পৌরসভা, চাঁদপুর	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১৭	৫ নং ফেরী ঘাট গুদারা ঘাট	চাঁদপুর নদী বন্দর	পৌরসভা, চাঁদপুর	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
১৮	কয়লা ঘাট গুদারা ঘাট	চাঁদপুর নদী বন্দর	পৌরসভা, চাঁদপুর	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত

ক্র:নং	ঘাট/পয়েন্টের নাম	নদী বন্দরের নাম	যে প্রতিষ্ঠান কতৃক ইজারা প্রদানের কারনে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে	*ঘাট/পয়েন্টটির অবস্থান
১৯	চৌধুরী ঘাট শুল্ক আদায় কেন্দ্র	চাঁদপুর নদী বন্দর	পৌরসভা, চাঁদপুর	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
২০	মজুচৌধুরীর হাট লঞ্চঘাট ও ফেরীঘাট	চাঁদপুর নদী বন্দর	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
২১	চিলমারী লঞ্চ ঘাট	বাঘাবাড়ী নদী বন্দর	জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
২২	মঙ্গালমাঝি/মাঝিকান্দি/পূর্বনাওডোবা লঞ্চঘাট	শিমুলিয়া নদী বন্দর	উপজেলা পরিষদ, শরিয়তপুর	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানা বহির্ভূত
২৩	ভৈরব ফেরীঘাট আরসিসি জেটি শুল্ক আদায় ও লেবার হ্যান্ডলিং পয়েন্ট	আশুগঞ্জ–ভৈরব বাজার নদী বন্দর	১) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ২)বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৩) উপজেলা পরিষদ, ভৈরব, আশুগঞ্জ	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত
২৪	কুমিরা-গুপ্তছড়া টার্মিনাল জেটিঘাট	চট্টগ্রাম দপ্তর (মিরসরাই–রাসমনি নদী বন্দর)	জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম	ঘাট/পয়েন্টটি বন্দর সীমানাভুক্ত